এঁকে
বিশ্বাস
করা
চলে

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: শুভময় ঘোষ

শিল্পী: ভ্লাদিমির আলেক্সেয়েভ

НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

КНИЖКА-КАРТИНКА

*На языке бенгали*

মলাটে যাঁর ছবি দেখছেন তাঁর সাধারণ রুশী মুখাবয়ব আর ভালমানুষী সলজ্জ হাসি।

এ'র নাম — আলেক্সেই মারেসিয়েভ।

আরো হাজার জনের মতো মারেসিয়েভও অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ... কিন্তু তবু তাঁকে নিয়ে লোকে গান গায়, বই লেখে, সিনেমা তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর এই উচ্চ উপাধি তিনি পেয়েছেন।

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: শুভময় ঘোষ

শিল্পী: ভ্লাদিমির আলেক্সেয়েভ

НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

КНИЖКА-КАРТИНКА

*На языке бенгали*

মলাটে যাঁর ছবি দেখছেন তাঁর সাধারণ রুশী মুখাবয়ব আর ভালমানুষী সলজ্জ হাসি।

এঁর নাম — আলেক্সেই মারেসিয়েভ।

আরো হাজার জনের মতো মারেসিয়েভও অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ... কিন্তু তবু তাঁকে নিয়ে লোকে গান গায়, বই লেখে, সিনেমা তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর এই উচ্চ উপাধি তিনি পেয়েছেন।

আলেক্সেইয়ের জন্ম ভলগা তীরের এক ছোট্ট সহরে।

অত্যন্ত দুষ্টু আর সজীব চঞ্চল আলেক্সেই ছিল যত ছোটছেলের খেলার সর্দার।

সে ভালবাসত ভোরবেলা জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে যেতে।

স্বপ্ন দেখত বৈমানিক হবার...
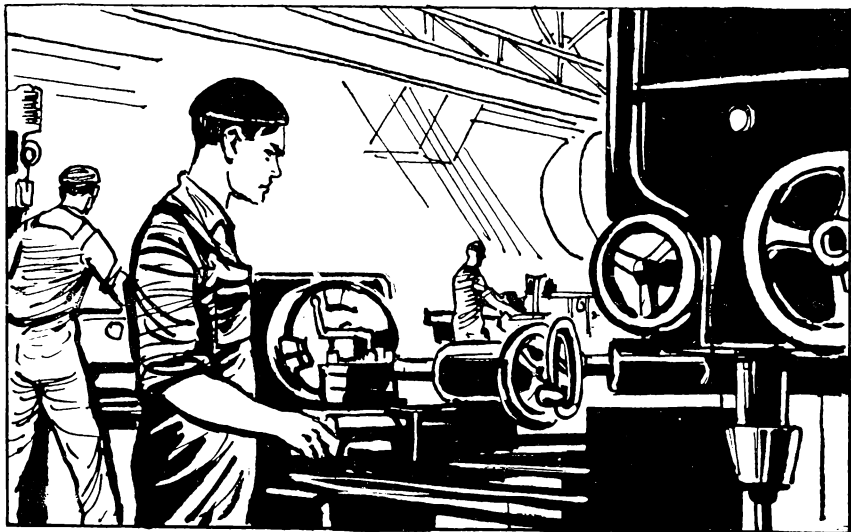
১৬ বছর বয়সে সে কারখানার কাজে ঢুকল।

১৮ বছর বয়সে সে কমসোমলদের সঙ্গে গেল দূর তাইগায় নতুন সহর গড়তে — কমসোমল্‌স্ক।

একটু একটু করে বহু শতাব্দীর তাইগাকে হটিয়ে দিল সাহসী কমসোমল সদস্যরা।
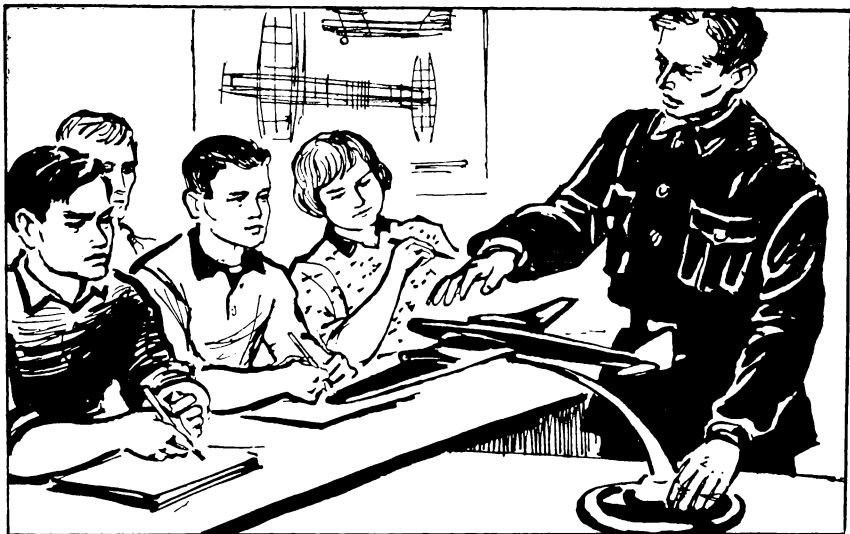
কমসোমল্‌স্কে আলেক্সেই শুধু যে কাজ করল তা নয় তার বিমান ক্লাবেও সে ভর্তি হল।

বৈমানিক! তাঁর কাজ যেমন বড় তেমনি সাহসের! দাবানল নেবান ...

ঝড়ে হারিয়ে যাওয়া জেলেদের সাহায্য করা...
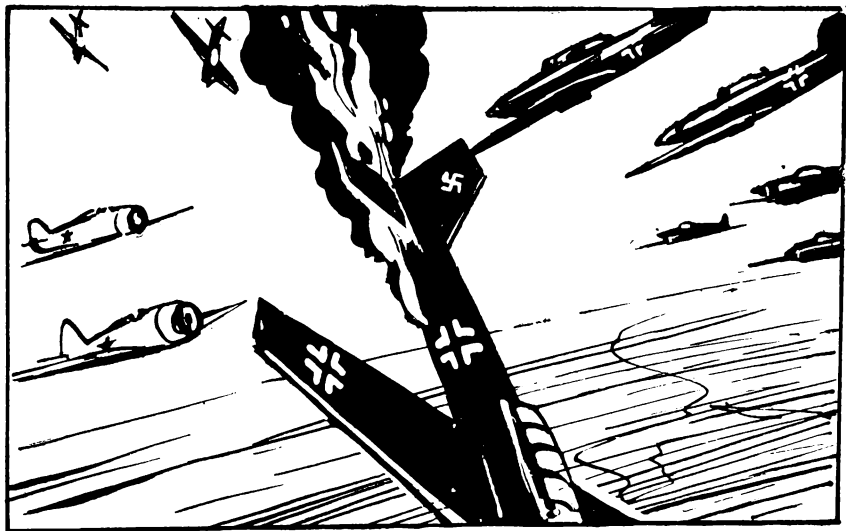
১৯৪১ সালে জার্মান ফ্যাসিস্টরা হানা দিল আলেক্সেইয়ের দেশে।
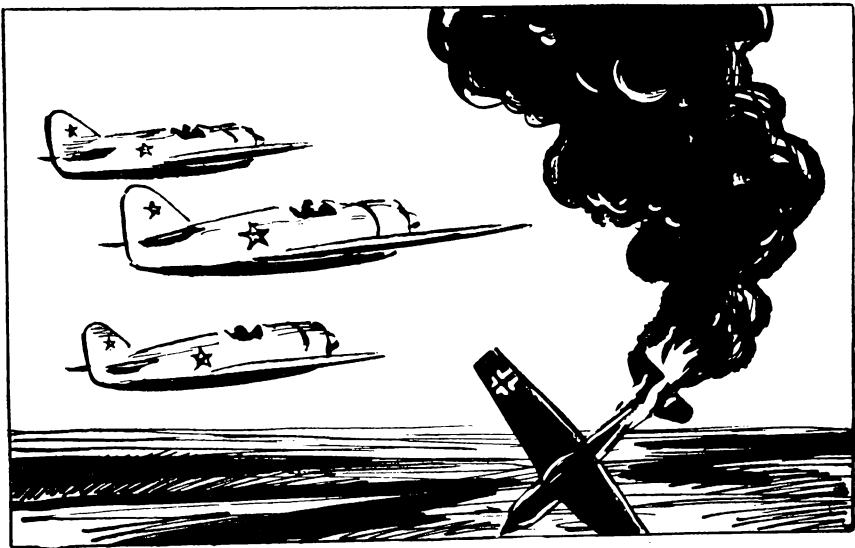
আলেক্সেই হলেন জঙ্গী বিমানচালক।

একদিন ফ্যাসিস্টদের ১২টা 'মেসেরশমিদ্‌ৎ'এর বিরুদ্ধে লড়তে গেল চারটে সোভিয়েত ফাইটার, মারেসিয়েভের বিমান হল ধ্বংস।

আলেক্সেই বেঁচে গেলেন অবলীলাক্রমে। তিনি পড়লেন বহু প্রাচীন এক ঝোঁপড়া ডালপালাওয়ালা ফারগাছের ওপর ...

... আর তা থেকে নরম বরফের গভীর আচ্ছাদনে।

আলেক্সেইয়ের মনে হল কে যেন কাছেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ‘ফ্যাসিস্ট!’ আলেক্সেই ভাবলেন, ‘না নড়াই ভাল।’
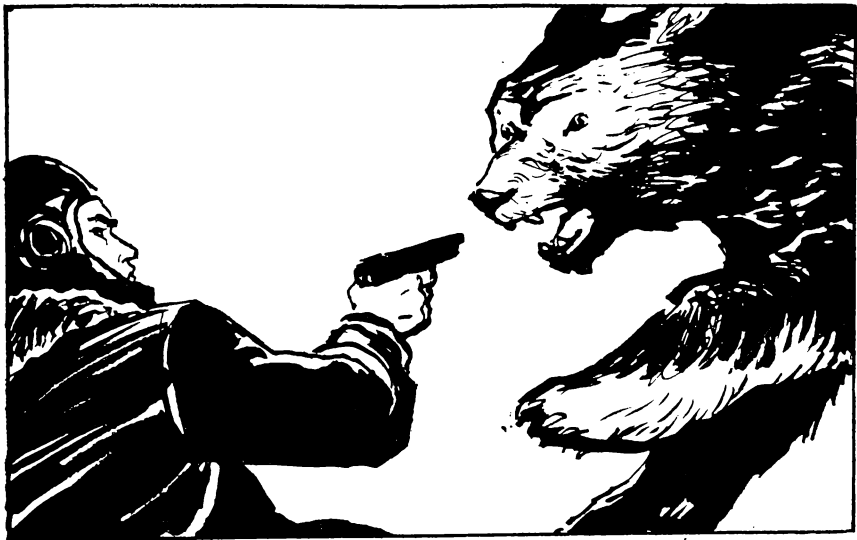
আলেক্সেইকে শুঁকে দেখে সরে গেল ভীষণ জন্তুটা, কিন্তু ক্ষিধের তাড়ায় আবার যখন ফিরল আলেক্সেই ততক্ষণে পিস্তল টেনে বার করেছেন এক হাতে।

আলেক্সেই উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গেলেন। পাদ্বটো কোন কাজই করছে না: পায়ের পাতাগ্বলো ফুলে গেছে, আঙ্বলগ্বলো নড়ছে না।

তবু তিনি কোন রকমে গাছ ধরে উঠলেন।

একটা ভাঙা ডালে ভর দিয়ে, ভীষণ যন্ত্রণা নীরবে সয়ে আলেক্সেই পা ফেললেন।

এইভাবে শূন্যের নিচে ত্রিশ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড শীতের মধ্যে দিয়ে এগলেন রণাঙ্গনের দিকে। সেই দীর্ঘ উনিশ দিনে যন্ত্রণায় আর উৎকণ্ঠায় প্রায়ই তিনি জ্ঞান হারান। প্রথম প্রথম তিনি দিনে ১-২ কিলোমিটার হাঁটতেন।
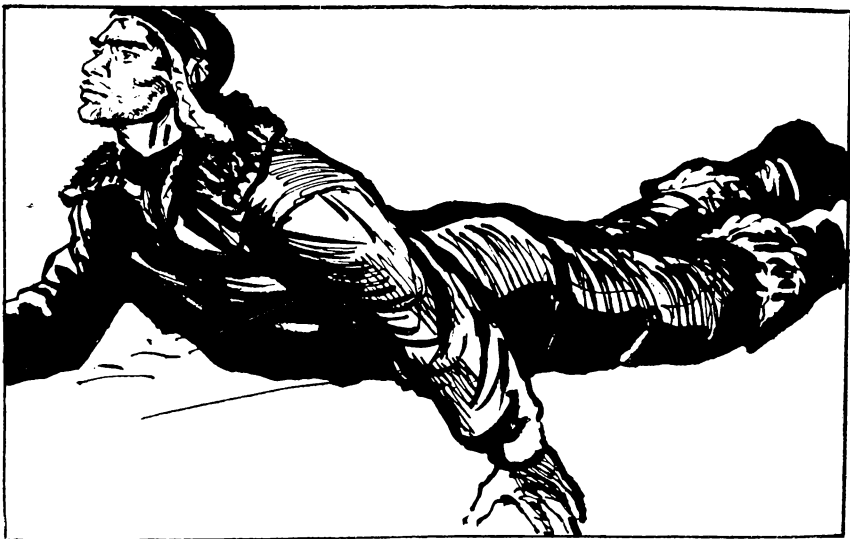
শেষ দিকে গুড়ি মেরে বহুকষ্টে দিনে শখানেক পা এগতেন।

পায়ের পাতাদুটো তখন পাথরের মতো ভারী আর অসাড়। প্রত্যেক পদক্ষেপে সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। ক্ষিধেয় প্রাণ যায়।

তবু তিনি গুঁড়ি মেরে এগলেন!
গেলেন এক বন-প্রান্তরে, সেখানে কয়েকটি ছোট ছেলে তাঁকে দেখতে পেল,
তারা প্লাভ্‌কি গাঁ থেকে বনে এসেছিল কাঠের সন্ধানে।

আসলে সে গাঁটা তখন আর নেই। গাঁয়ের লোক স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজে যোগ দিতে না চাওয়ায় ফ্যাসিস্টরা গাঁটা জ্বালিয়ে দেয়।

বন্দীদের হত্যা করে, গোরু ঘোড়া সব মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়ে ফ্যাসিস্টরা চলে যায়।

শীতে জমা পাদুটো অদ্ভুত রকম ফোলা, আলেক্সেই যেন চামড়ায় ঢাকা একটা কঙ্কাল। ছোট্ট ছেলের মতো দুর্বল তিনি।

তাঁকে ধোয়া মোছা করে শুকনো জামাকাপড় পরিয়ে ঘরে শেষ যা খাবার ছিল তাই খাওয়ান হল।

গাঁয়ের একমাত্র পুরুষ যে পার্টিজানদের দলে যোগ দেয়নি, সেই বুড়ো মিখাইলো দাদু গেল রণাঙ্গনে সৈন্যদের লাইনে সাহায্যের জন্য।

দুদিন পরে এল একটা ছোট্ট প্লেন। তার চালক স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার আন্দ্রেই দেগ্‌তিয়ারেঙ্কো হলেন আলেক্সেইয়ের বড় বন্ধু।

কিন্তু ভীষণ দর্শন, কষ্ট জর্জরিত, অনেক বুড়িয়ে যাওয়া আলেক্সেইকে তিনি চিনতে পারলেন না।

রণাঙ্গনের সৈন্যদের লাইন পেরিয়ে আলেক্সেইকে নিয়ে গেলেন দেগ্‌তিয়ারেঙ্কো।

বিশেষ আদেশে বীর বৈমানিকের জন্য মস্কো থেকে এল এম্‌ব্‌লেন্স বিমান।
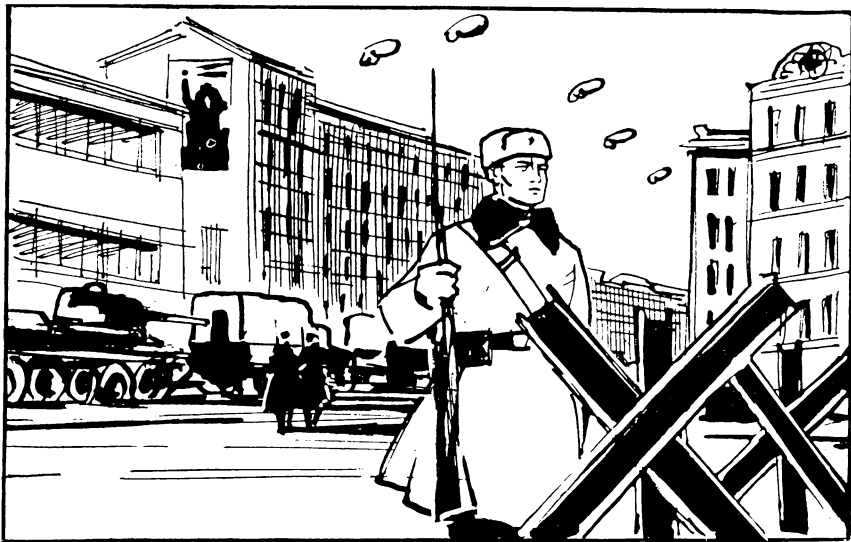
সুন্দর রাজধানীতে তখন কঠোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

মারেসিয়েভের প্রাণ তো বাঁচল, কিন্তু পাদুটোকে বাঁচান গেল না: গ্যাংগ্রিন সুরু হওয়ায় সে দুটো হাঁটুর কিছুটা নিচে থেকে এম্‌পুটেট করতে হল।

তখন ঘটল সবচেয়ে ভয়ানক ঘটনা — মারেসিয়েভ তখন আর বাঁচতে চান না।

'আমি এখন পঙ্গু। বিমান চালনায় আর কখনো যেতে পারব না। আর বেঁচে কী লাভ!' সারা দিন তাঁর মুখে একটা কথা নেই। চারপাশের কাউকে নজর করে দেখেন না।

কিন্তু তাঁর জন্য ভাবার লোকও ছিল। বৃদ্ধ ডাক্তার ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আলেক্সেইয়ের ওয়ার্ডে আসতেন বাড়তি সময়েও।

নার্সরা বিশেষ যত্নের সঙ্গে তাঁর ব্যাণ্ডেজ ঠিক করে দিত।

এমন কি সাংঘাতিক জখম, মুখ পুড়ে যাওয়া ট্যাংক-সৈনিকটিও তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন: আলেক্সেইয়ের মুখটা তো ঠিক আছে।
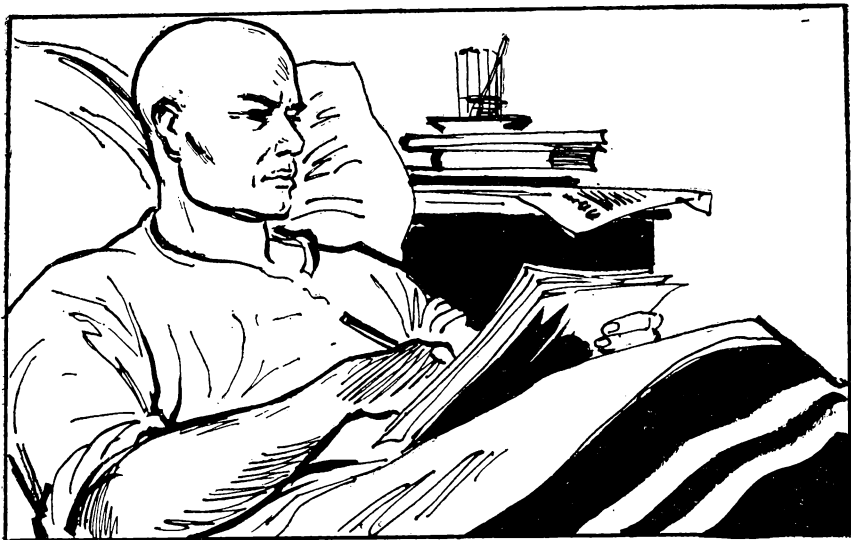
কিন্তু মারেসিয়েভকে হতাশার হাত থেকে বাঁচালেন কমিসার ভরোবিওভ। ভরোবিওভ বহুদিনের কমিউনিস্ট, গুপ্ত কর্মী। আশ্চর্য মানুষ তিনি।

ভরোবিওভ মৃত্যুশয্যায় শায়ী। নিজেও তিনি তা জানতেন। কিন্তু তিনিই ছিলেন ওয়ার্ডে সকালের ব্যায়ামের উদ্যোক্তা। আলেক্সেইয়ের বেলায় তিনি ছিলেন খুবই কড়া।

জানলার কাছে তিনি পাখিদের খাওয়ানর ব্যবস্থা করেছিলেন। পাখিদের প্রফুল্লতা অত্যন্ত কঠিন রোগীর মুখেও হাসি ফোটাত।

চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের ছাত্রীদের তিনি চিঠি লিখে বলেছেন তারা যেন বিকৃত মুখ ট্যাংক-সৈনিকটির সঙ্গে দেখা করতে আসে কারণ তাঁর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।

তিনিই একটা পুরনো পত্রিকার একটা লেখা আলেক্সেইকে পড়তে দিলেন।
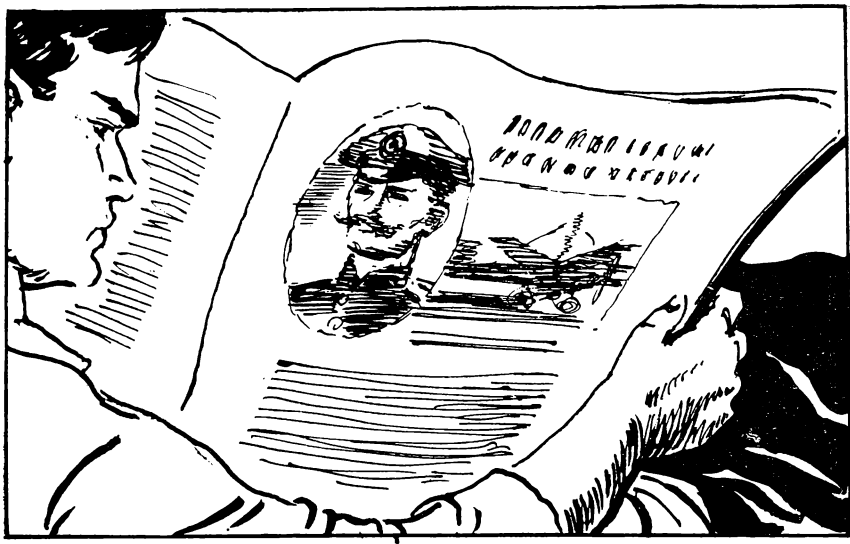
১৯১৪ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দমদম বুলেটের আঘাতে রুশ বৈমানিক ভালেরিয়ান কার্পভিচের পা ভেঙে যায়।
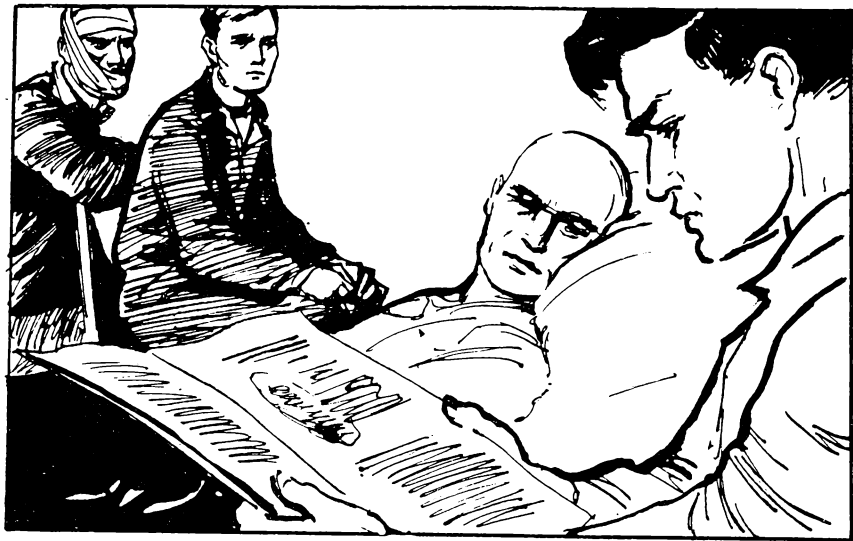
পায়ের পাতা ছাড়াই তিনি বিমানবাহিনীর কাজে যোগ দেন। নিজের তৈরি নকল পা নিয়ে মাঝে মাঝে বিমানও চালান।

আলেক্সেই যখন লেখাটা পড়ছিলেন ওয়ার্ডের সবাই তখন তাঁর দিকে চেয়েছিল।

‘পড়লে ?’ জিজ্ঞেস করলেন কমিসার।

‘ওর তো কেবল পায়ের পাতা ছিল না!’ বললেন মারেসিয়েভ।

‘আর তুমি যে—সোভিয়েত মানুষ!’

‘ও উড়েছিল “ফারম্যান” প্লেনে। তাতে না আছে দক্ষতার প্রয়োজন, না দ্রুততার।’

‘আর তুমি যে—সোভিয়েত মানুষ!’

সকালবেলা হাসপাতালের সবাই জানল — তাদের সবার প্রিয় ডাক্তার ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের একমাত্র ছেলে মারা গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। ডাক্তার কিন্তু প্রতিদিনের মতোই এলেন রুগীদের দেখতে।

শোকে ভেঙে না পড়া বৃদ্ধ ডাক্তারের পৌরুষ আর পত্রিকার ঐ লেখাটা যেন মারেসিয়েভের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

ব্যায়ামের সময় অসহ্য যন্ত্রণা। তবু ঠোঁট কামড়ে আলেক্সেই ব্যায়াম করে চলেন। হাল ছাড়েন না।

... কমিসার ভরোবিওভ মারা গেলেন ১লা মে।
'মানুষের মতো মানুষ ছিলেন!..' তাঁর বিষয়ে বলল সবাই।
কথাটা মারেসিয়েভের মনে চিরজীবনের মতো গাঁথা হয়ে গেল।

দু'মাস পরে আলেক্সেই প্রথম কৃত্রিম পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন...
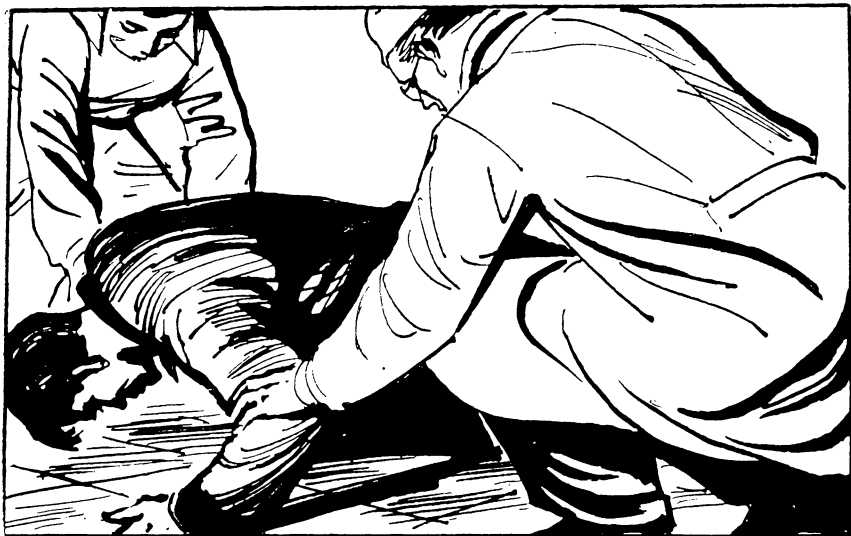
ব্যথায় চীৎকার করে উঠলেন... হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন খাটের কাছে।
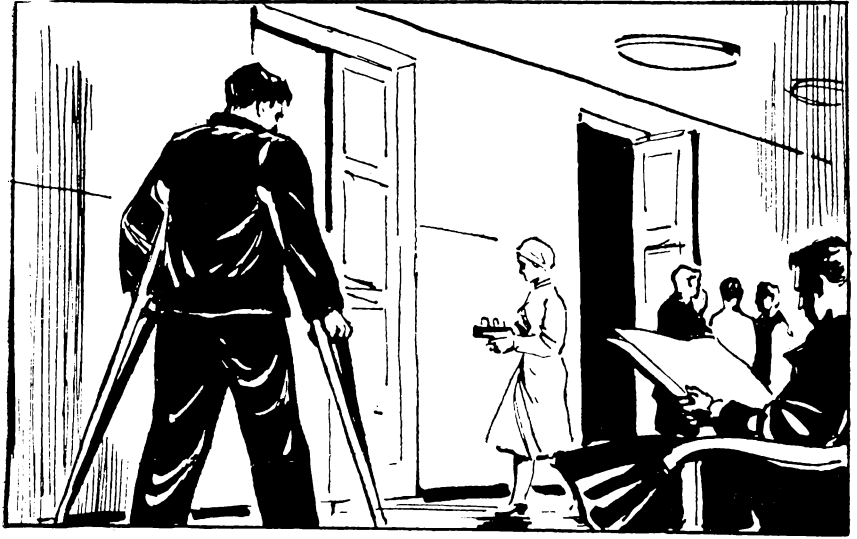
এবার আর হার মানলেন না। কাটা পাদুটো রক্তাক্ত হয়ে উঠল, চোখে জল এসে গেল। ‘করিডরটায় ত্রিশ বার এদিক ওদিক কর!’ নিজেকে তিনি আদেশ দিলেন।

তারপর তিনি ক্রাচ ছাড়াই হাঁটার চেষ্টা করতে লাগলেন।
‘আমাকে ধর।’ বললেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।
‘আরো সাহস করে! আরো সাহস করে হাঁট!’

অবশেষে কৃত্রিম পাদ্‌দুটো মারেসিয়েভের বশে এল।
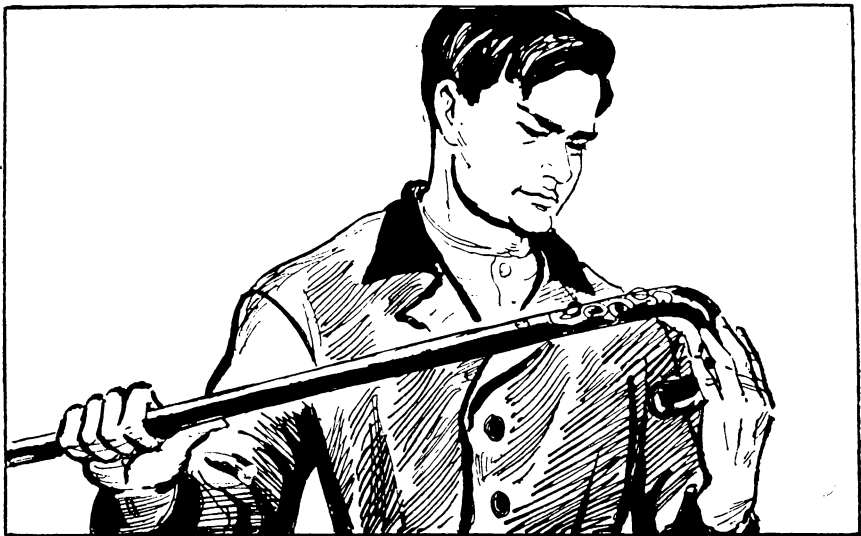
হাসপাতাল ছাড়ার দিন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আলেক্সেইকে উপহার দিলেন একটা পুরনো বেতের ছড়ি—তাঁরই অধ্যাপকের ছড়ি।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে হাসপাতালের গেটের বাইরে এলেন জঙ্গী বৈমানিকের পোষাক পরা এক বলিষ্ঠ গঠন যুবক, হাতে তাঁর ছড়ি।

আলেক্সেইকে পাঠান হল এক স্যানাটরিয়ামে। সেখানেও আলেক্সেই ফাইটার বিমানবাহিনীতে ফিরে আসার জন্য তাঁর কঠিন লড়াই থামালেন না।
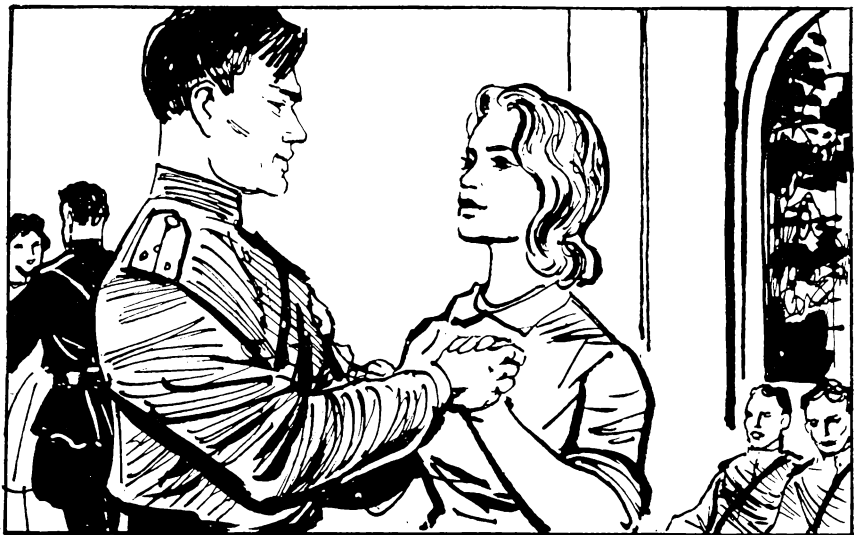
সুরু করলেন... নাচ দিয়ে।

স্যানাটরিয়ামের সবচেয়ে ভাল নাচিয়ে নার্স জিনচ্‌কা তাঁকে শেখাতে লাগল কঠিন পদক্ষেপ।

সবার অলক্ষ্যে হলের বাইরে এসে যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে বসে পড়েন ঘাসের ওপর, খুলে ফেলেন রক্ত গড়ান পায়ের বেল্টগুলো...

তারপর খোসমেজাজে, ফূর্তিতে আবার ফিরে আসেন হলে।

'বৈমানিক?' ডাক্তারী কমিশনে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল। 'এম্‌পুটেট করা পা? পা ছাড়া ওড়া যায় না।'

'কিন্তু এ তো উড়েছিল!' পুরনো পত্রিকার সেই লেখাটা আলেক্সেই বাড়িয়ে দেন ডাক্তারদের দিকে।

'কার্পভিচ দশ বছর ধরে ট্রেনিং নেয়, তবে কৃত্রিম পা নিয়ে আকাশে ওঠে।'
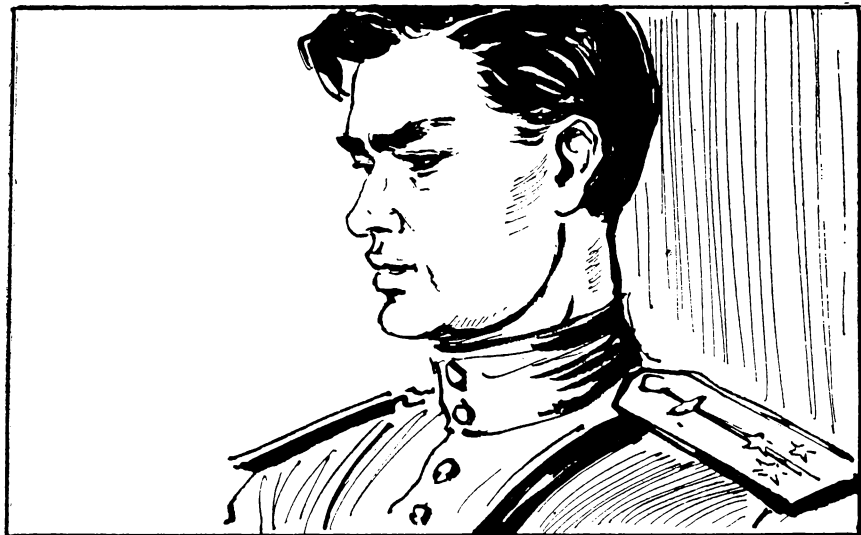
‘আর আমি যে — সোভিয়েত মানুষ!’ কমিসার ভরোবিওভের কথার পুনরুক্তি করলেন মারেসিয়েভ।

‘কৃত্রিম পাদুটো আমি নিজের পায়ের মতোই চালাতে পারি,’ কথাটা বলেই আলেক্সেই হতভম্ব কমিশনের সামনে সুরু করে দিলেন লোকনৃত্য ‘চেচেৎকা’র অতি দ্রুত পদক্ষেপ।
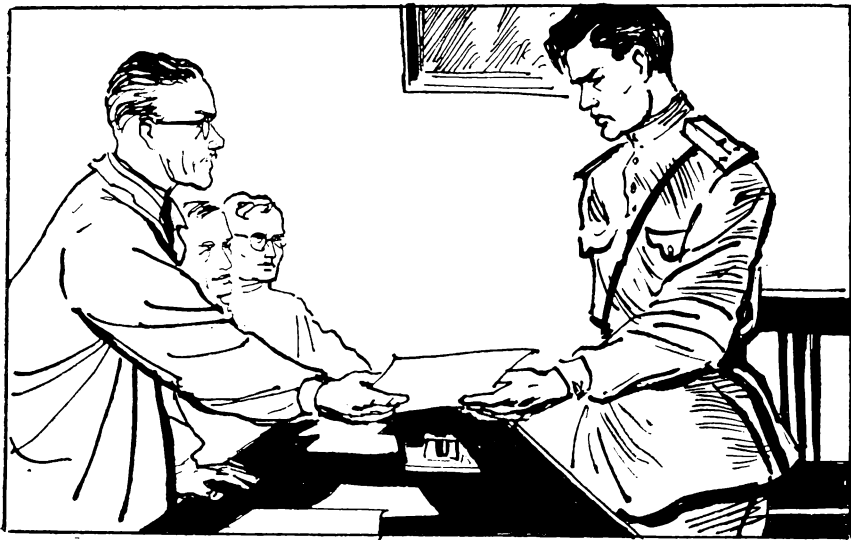
কমিশনের সিদ্ধান্ত হল: সেনাবাহিনীতে ফিরতে পারেন। কিন্তু বৈমানিকদের দলে নয়, বিমানবন্দরের কর্মী বাহিনীতে।

মারেসিয়েভ কিন্তু চান ফাইটার বিমান চালাতে। তিনি গেলেন জেনারেলের কাছে।
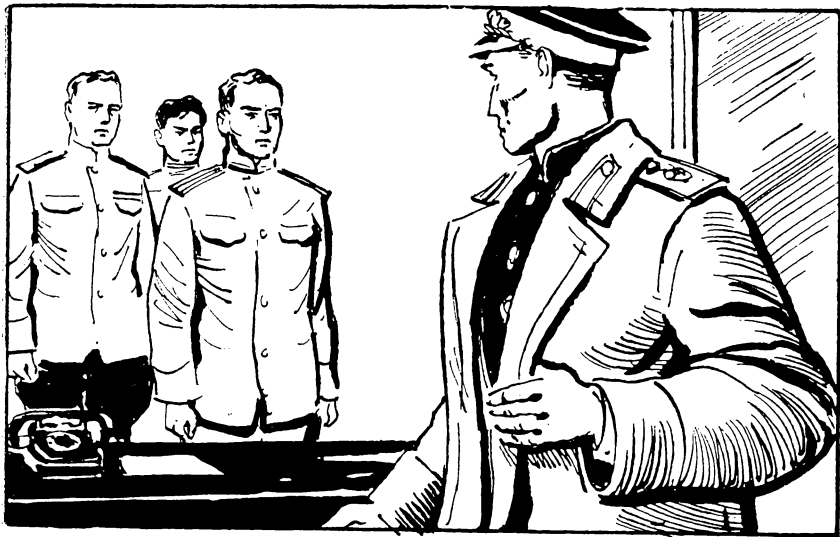
কিন্তু জেনারেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। এক চরম যুদ্ধের জন্য জেনারেলকে দ্রুত বিমানে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়।

জেনারেলের এড্‌জ্যুটাণ্ট মারেসিয়েভের সব কথা খুবই মন দিয়ে শোনেন।

‘ঠিক আছে, সব কাগজপত্র দিয়ে যান। আমার জেনারেলকে আমি চিনি, উনি হলেও ঠিক এরকমটাই করতেন!’

‘বৈমানিক মারেসিয়েভ যাতে জঙ্গী বিমানবাহিনীতে ফিরে আসতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে হবে,’ তিনি লিখে দিলেন।

মারেসিয়েভকে পাঠান হল ট্রেনিং স্কুলে।

তখন সব রণাঙ্গনে বৈমানিকের প্রয়োজন।

ট্রেনিং স্কুলের হেড কোয়ার্টার্সের প্রধান তখন অত্যন্ত ব্যস্ত, কাগজপত্রগুলো একরকম না দেখেই তিনি সই করে দিলেন।

মারেসিয়েভের দিকে চেয়ে তিনি কড়া গলায় বললেন:
'ছড়ি ফেলে দিন! এ আবার কী চাল!'

‘ঠিক আছে, কমরেড লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল।’
“বাঁচা গেল! পাটা খেয়াল করেননি।”

বিমান ময়দানে মারেসিয়েভই এখন সর্ব প্রথম।

‘প্রথম এসেছ, প্রথম উড়বে! পিছনের ক্যাবিনে বস,’ বললেন ইনস্ট্রাক্টর।

তাড়াহ্ড়ো করেন মারেসিয়েভ উত্তেজনায়, ইনস্ট্রাক্টরও যাতে লক্ষ্য না করে তাঁর পা। ক্যাবিনে ঢুকে তিনি কৃত্রিম পাদ্টোকে কণ্ট্রোলের ওপর শক্ত করে এ'টে দিলেন।

'তাড়াতাড়ি! কী অত সব করছ?' অধীর হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন ইনস্ট্রাক্টর।

কিন্তু আয়নায় নবাগতের মুখটা দেখে তিনি চুপ করে গেলেন।
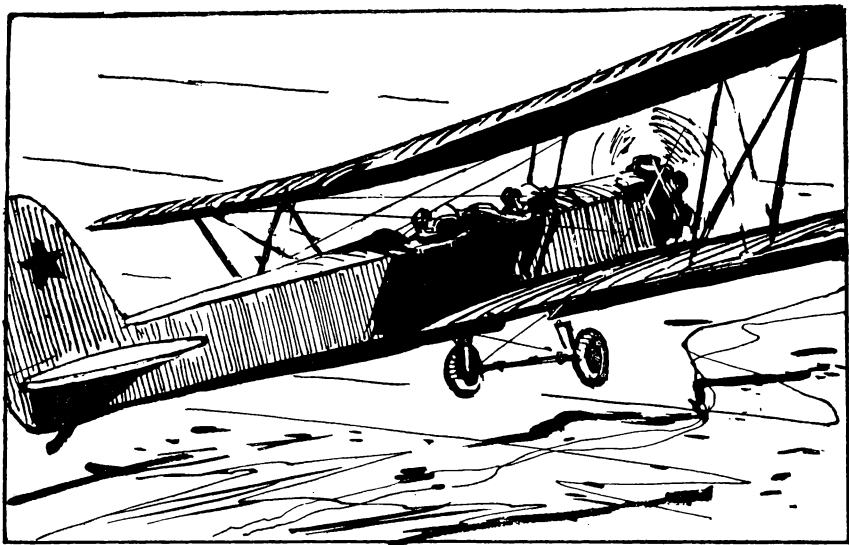
নির্ধারিত দশ মিনিটের জায়গায় তাঁরা প্রায় আধঘণ্টা উড়লেন।

‘ঠাণ্ডায় জমে গেছ ?’ জিজ্ঞেস করলেন ইনস্ট্রাক্টর।

‘আমার পক্ষে তো ফ্লাইং বুটই যথেষ্ট। তুমি দেখছি হালকা বুট পরে।’

‘আমার যে পা নেই,’ বললেন মারেসিয়েভ।

‘কী?.. দেখি দেখি! .’

'চমৎকার ভাই!' মারেসিয়েভকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন। 'তুমি যে কী মানুষ তা তুমি নিজেই জান না।'

পাহীন শিক্ষার্থীর ট্রেনিং-এর চার্ট ইনস্ট্রাক্টর নিজে হাতে তৈরী করলেন।

পাঁচ মাস ধরে চলল জোর ট্রেনিং।

'বিমানচালনার যে কোন কাজে নিতে পারা যাবে। সুপরীক্ষিত দৃঢ়চেতা বৈমানিক' লেখা হল তাঁর সার্টিফিকেটে।

১৯৪৩ সাল। ওরিওল-কুর্স্ক উত্তাল। সোভিয়েত সৈন্যরা প্রতিআক্রমণ সুরু করেছে।
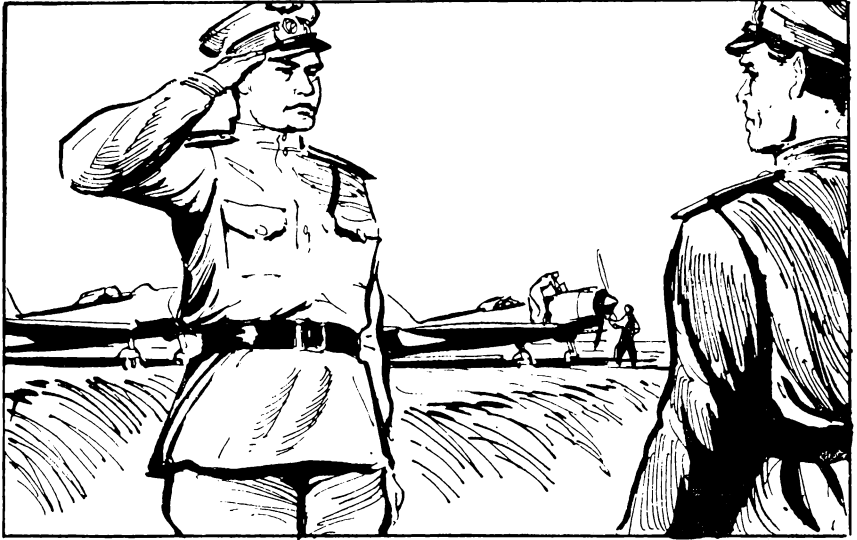
‘আপনার অধীনে হাজির!’ মারেসিয়েভ রিপোর্ট করেন তাঁর বাহিনীর কম্যান্ডারের কাছে।

সুরু হল লড়াইয়ের বিমান যাত্রা। আবার জঙ্গী বৈমানিকের ভয়াবহ কঠিন জীবন।
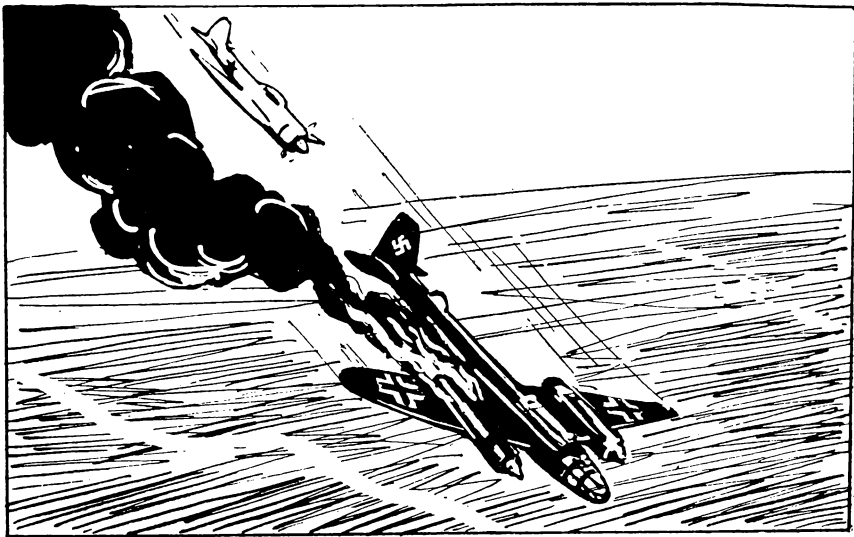
শত্রুপক্ষের এগারটা বিমান ধ্বংস করলেন মারেসিয়েভ...
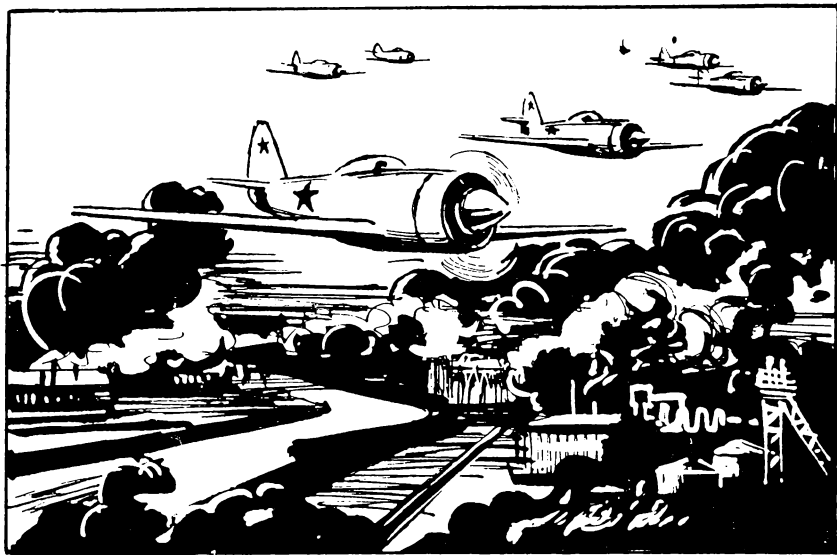
প্রতিদিন গেলেন বিমানযুদ্ধে...
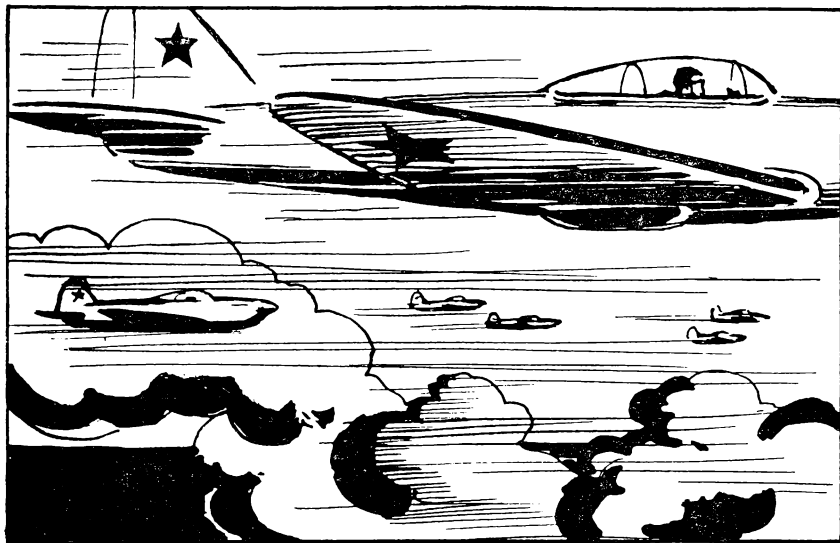
স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার হলেন মারেসিয়েভ।

তাঁকে দেওয়া হল সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি। বিজয়ের দিনে।
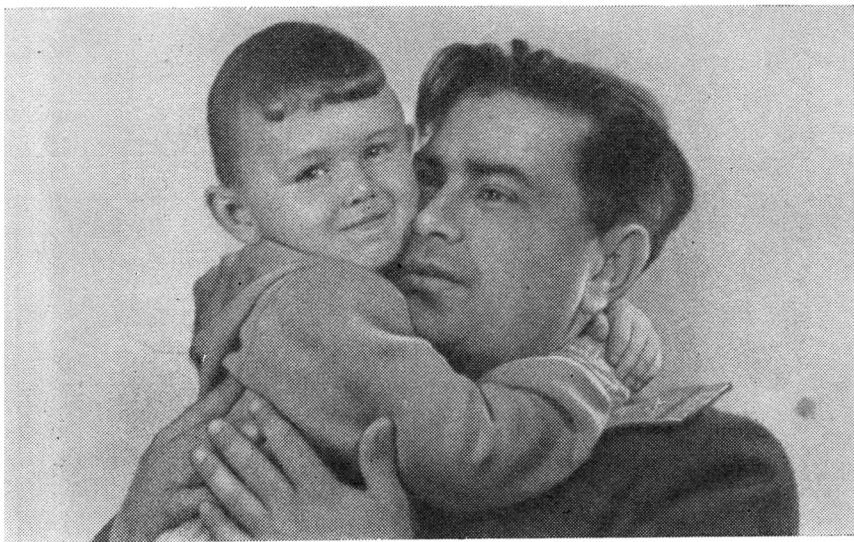
যুদ্ধ শেষ হল। তাঁর জন্য সারাটা যুদ্ধ অপেক্ষা করেছিলেন একটি মেয়ে। তাঁকেই তিনি বিয়ে করলেন। তাঁদের ছেলে হল — বিজয়ের স্মরণে তার নাম দিলেন ভিক্তর।

এই তাঁর পরিবারের ছবি। মা, স্ত্রী আর ছেলে — সে এখন বড় হয়ে গেছে।

১৯৫৯ সালে মারেসিয়েভের ঘরে এল দ্বিতীয় ছেলে— আলিওশ্‌কা।

মারেসিয়েভ এখন প্রাক্তন সৈন্যদের সমিতিতে কাজ করেন — এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি শান্তির সংগ্রামে রত। সমিতির সদস্যদের সঙ্গে মারেসিয়েভ।

সোভিয়েত শান্তি সমিতিরও সদস্য মারেসিয়েভ।
শান্তি রক্ষার্থে তাঁর ভাষণ শুনেছেন বহু দেশের জনগণ।

বিদেশের প্রতিনিধিরা প্রায়ই মারেসিয়েভের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন।

ফ্রান্স আর পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা আন্দোলনে যোগদানকারীদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মারেসিয়েভ। এই শিশুরা প্রাক্তন সৈন্যদের সমিতির আমন্ত্রণে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশ্রাম করতে আসে।

বিশ্ব যুব উৎসবে মারেসিয়েভ। বিশ্বের তরুণেরা আণবিক বোমার ঘাঁটির বিরুদ্ধে মত জানান, হিরোসিমা আর নাগাসাকির ট্র্যাজেডি যাতে আর কখনো না ঘটে।

প্রথম মহাকাশযাত্রী ইউরি গাগারিনের সঙ্গে মারেসিয়েভ।
'মনোবল ও সাহসের শিক্ষা আমি পেয়েছি আপনার কাছ থেকে,' মারেসিয়েভকে বলেন মহাকাশযাত্রী।

১৯৬২ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব পূর্ণ অস্ত্রবর্জন ও শান্তি সম্মেলনে মারেসিয়েভ ছিলেন সোভিয়েত প্রতিনিধিদের একজন। অস্ত্রমুক্ত, যুদ্ধমুক্ত দুনিয়ার জন্য একাত্ম হয়ে ভোট দিচ্ছেন সম্মেলনের প্রতিনিধিরা।

## পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

'... আমরা সব দেশের তরুণরা যে যুদ্ধের কষ্ট সহ্য করেছি, নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি, যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো আমাদের কেটেছে বন্দুক কাঁধে, সে কি আবার শান্তির জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে ট্রেঞ্চে থাকার জন্য? না, আর নয়...

'শান্তির সংগ্রামের উদ্দেশ্যের চেয়ে সম্মানজনক, মঙ্গলকর ও মহত্তর উদ্দেশ্য আর নেই। প্রত্যেক তরুণেরই সেটা কর্তব্য, যুদ্ধের প্রত্যেক প্রাক্তন সৈনিকের।

'সোভিয়েত তরুণদের মধ্যে সব দেশের তরুণরা পাবেন এক সাধারণ শান্তি-সংগ্রামে বিশ্বস্ত কমরেড ও বন্ধুদের' — একথা বলেছেন মারেসিয়েভ।

—এঁকে বিশ্বাস করা চলে।